গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান প্রকৌশলী,জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

এবং

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জ জেলা

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই ২০২৩ - ৩০ জুন ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	
প্রস্তাবনা	
সেকশন ১: রূপকল্প,অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি	
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব	
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক	
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসেরসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী ৫:ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাকর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	

কর্মসম্পাদনেরসার্বিকচিত্র
(Overview of the Performance)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন একটি সংস্থা। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কাজ বাস্তবায়নকারী অংশ হিসেবে নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, কিশোরগঞ্জজেলার আওতাধীন ১৩টি উপজেলাসহ পৌর এলাকা এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জজেলা কার্যালয়ের আওতায় বিগত ৩ (তিন) অর্থবছরে ৭৩১৫টি বিভিন্ন প্রযুক্তির পানির উৎস,৩টি উৎপাদকনলকূপস্থাপন,পাম্প হাউজ নির্মাণ-১টি, ১২টি পুকুর পুণ:খনন, ২৫টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন, ৩টি পাবলিক টয়লেটনির্মাণ, ৩কি:মি: পাইপলাইন স্থাপন, ২টি পানি শোধনাগার নির্মাণ করা হয়েছে।

সমস্যাএবংচ্যালেঞ্জসমূহ:

কিশোরগঞ্জ হাওড় অঞ্চলে অবস্থিতযেখানেবার্ষিকগড়বৃষ্টিপাতেরপরিমাণবাংলাদেশেরগড়বৃষ্টিপাতের এ চেয়ে কম।এছাড়াওভূ-গর্ভস্থপানিরউপরমাত্রাতিরিক্তনির্ভরতারকারণেপানিরস্থিতিতলের(Water Table) ক্রমনিম্নমুখিতা, ভূ-গর্ভস্থসুপেয় পানির জলাধার (Aquifer) এরদুষ্প্রাপ্যতাএঅঞ্চলেসুপেয়পানিপ্রাপ্তিরপ্রধানঅন্তরায়। ফলে প্রচলিত হস্তচালিত নলকূপের মাধ্যমে নিরাপদ পানির সংস্থান করা সম্ভব হয় না। উক্ত অঞ্চলে লাগসই ও টেকসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন করা বিশেষ প্রয়োজন। বিশেষ করে হাওড় অঞ্চলে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে দ্রুত স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নেওয়া প্রয়োজন।

দেশেরঅন্যান্যস্থানেরমতোকিশোরগঞ্জজেলাতেওপানিসরবরাহওস্যানিটেশনব্যবস্থারপ্রধানচ্যালেঞ্জহলঅর্জিতঅগ্রগতিরস্থায়ীত্বওকার্যকারিতাবৃদ্ধিকরণ।এইচ্যালেঞ্জউত্তরণেরজন্যপ্রয়োজনপানিসরবরাহওস্যানিটেশনখাতকেপৃথকসেক্টরহিসেবেস্বীকৃতিওবিশেষঅগ্রাধিকারপ্রদানপূর্বকপৃথকবাজেটবরাদ্দকরন।অধিদপ্তরেরঅন্যান্যস্থানেরমতোকিশোরগঞ্জজেলাদপ্তরেরব্যাপকজনবলসংকটউন্নয়নকর্মকান্ডবাস্তবায়নেবড়একটিচ্যালেঞ্জ।এছাড়াওসামগ্রিককাজেরমনিটরিংওমূল্যায়নেরজন্যপ্রয়োজনসর্বজনীনকভারেজসংজ্ঞায়িতকরণতথ্যসংগ্রহওসংরক্ষনব্যবস্থা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জজেলাতার আওতাধীন এলাকার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goal) অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। যেমন প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন করা, ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরতা কমিয়ে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধিকরণের নিমিত্তে পুকুর পুনঃখনন, খনন ও সংস্কারের মাধ্যমে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা; পৌরসভাসমূহের পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা, ইউনিয়ন পর্যায়ে পাইপড্ ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন, স্বাস্থ্যসম্মত উন্নত মানের স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে জেলার স্যানিটেশন কভারেজ বৃদ্ধিকরণ এবং নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের কভারেজ শতভাগে উন্নীতকরণ।

২০২৩-২০২৪অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- পল্লী এলাকায় বিভিন্নধরনেরপানিরউৎসস্থাপন–৩৩০০টি
- পৌর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ-৭কিঃমিঃ
- পৌর এলাকায় পাম্প হাউজ নির্মাণ-১টি
- পল্লী/পৌর এলাকায় ইম্প্রুভ/ স্বল্প মূল্যের স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ-৭০টি
- পৌর এলাকায় ড্রেন নির্মাণ-২.০০ কি.মি.
- স্থাপিত নলকূপসমূহের পানি পরীক্ষাকরণ-৩৩০০টি